‘পাগলে কিনা বলে ....’

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

বাংলাদেশের সর্বজন (অবশ্যই অসৎ রজনীতিবিদ এবং এদের চামচাদের বাদে) শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ সম্বন্ধে বি এন পি দলের সাংসদ এবং নাম সর্বস্ব মহাসচিব আবদুল মান্নান ভুইয়ার বিষোদগার পড়ে প্রথমেই যা মনে হলো তা হলো ‘পাগলে কিনা বলে ছাগলে কি না খায়’। ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না হাসবো না কাঁদবো। তবে মনে হলো এ নিয়ে কিছু লিখা উচিৎ আর তাই এই সামান্য প্রচেষ্টা।

জনগনের দুয়ারে রামছাগল, সামনে কোরবানীর দিন আসিতেছে

বিশ শতকের মধ্যভাগে, যখন আমি আমার শৈশবকাল অতিক্রম করছি, তখন গ্রামের মুরুব্বিরা শিক্ষাচ্ছলে আমাদেরকে অনেক শাস্ত্রকথা শোনাতেন। সে সব কথার একটা ছিল ‘চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী’। এখন একবিংশ শতকে পৃথিবী বদলে গেছে। আজ জীবনের প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে চোরেরা নুতন করে শাস্ত্র রচনা করছে; এখন চৌর্যবৃত্তির বিরুদ্ধে কথা বলাটাই অশাস্ত্রীয় কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই মান্নান ভুইয়া নামক মন্ত্রী, যার এলজিআরডি এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয় চৌর্যবৃত্তিতে শীর্ষস্থান অলংকৃত করেছে, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদের মত একজন আপাদমস্তক সৎ এবং দেশপ্রেমিক মানুষের বিরুদ্ধে মামলা করার কথা ভাবছেন। অবশ্য এই মামলা করার ব্যাপারে তার একজন অতি উৎসাহী দোসর ও মিলেছে, আর তিনি হচ্ছেন বন ও পরিবেশ মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম। এই দুই নেতাকেই আবার ছাড়িয়ে গেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন। তার উষ্মা এদের চেয়েও কয়েক ডিগ্রি ওপরে; এই মন্ত্রী প্রবর বাঙলাদেশের সকল রাজনীতিবিদদেরকে ‘টি আই বি’র বিরুদ্ধে একাট্টা হওয়ার জন্য পার্লামেন্টে একটি মহতী আহ্বান জানিয়েছেন। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু আছে কি? কে না জানে চোরে চোরে ‘খালাতো’ ভাই। (ইচ্ছে করেই মাসতুতু ভাই বললাম না; এতে আবার ধরমিয় গন্ধ পাওয়া যায়, যা আবার জোট সরকারের বড়ই অপছন্দ।)

ভাবতে সত্যি অবাক লাগে; মান্নান ভুইয়া নামের এই লোকটি নাকি একসময় বামপন্থী নেতা ছিলেন; মুক্তিযুদ্ধেও নাকি তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করেছিলেন। একদার সেই বামপন্থী, মুক্তিযোদ্ধা আজ কট্টর ডানপন্থী মৌলবাদীদের হাতে হাত মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী ভূমিকায় নেমেছেন। ন্যায়, সত্য ও সুন্দরের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে নামা এই লোকটি আর তার সহ-মন্ত্রীদের লাগামহীন কথা আমাদের মতো অরাজনৈতিক, সাধারণ মানুষদেরকে আরো একটা বহুল প্রচলিত বাংলা প্রবচন মনে করিয়ে দিচ্ছে। সে প্রবচনটি হচ্ছে ‘চোরের মা’র বড় গলা’। গত আওয়ামী লীগ সরকারের শেষদিকে যখন ‘টি আই বি‘র প্রতিবেদনে প্রথম বারের মতো বাংলাদেশকে দূর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ঘোষনা করা হলো,

তখন কিন্তু এই আবদুল মান্নান ভুইয়া গংটি 'টি আই বি'র গবেষনায় কোন ত্রুটি খুঁজে পাননি; বি এন পি তাদের প্রতিটি প্রাক-নির্বাচন মিটিং-মিছিল-পথসভায় এই বিষয়টিকে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরূদ্ধে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে আর দেশের ভাবমূর্তি ধ্বংস হয়ে গেল বলে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেছে। প্রায় পাঁচবছর পর আজকে যখন তাদের জোট সরকার পরপর চারবার সে চ্যাম্পিয়নশীপ বহাল রেখে দূর্নীতির সর্বকালীন রেকর্ড গড়েছে, সেটা বলতে গিয়েই 'টি আই বি' চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ খারাপ হয়ে গেলেন। 'বিচিত্র এ দেশ সেলুকাস' - আরো বিচিত্র এ দেশের রাজনীতিবিদ বলে কথিত মনুষ্য প্রজাতির বিশেষ শ্রেণীটি।

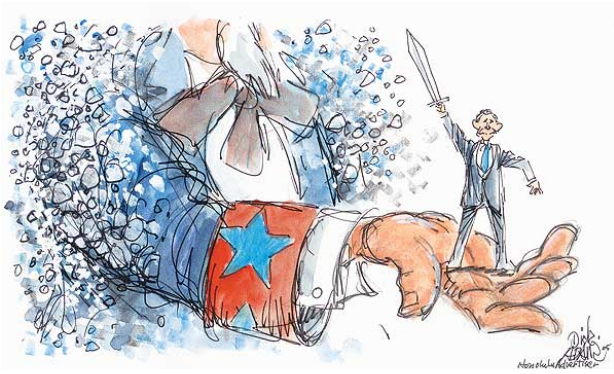

দানবের হাতে মহাবীর এক রাজনীতিবিদ

শিক্ষকতা জীবনের শুরুতে কয়েক বছর অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদকে অতি কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বাকশালী শাসনামলের সেই ঘোরতর দুঃসময়ে এই মানুষটির কাছ থেকে শিখেছি কেমন করে প্রলোভন জয় করে সত্য ও ন্যায়ের ব্যাপারে আপোষহীন ও অবিচল থাকতে হয়। সারা জীবন নিরলস জ্ঞান চর্চায় নিবেদিত এই মহৎ হৃদয় মানুষটি আরো একটা বিষয়ে আপোষহীন আর সেটা হচ্ছে দেশপ্রেম। বহুবার বিদেশে চাকুরী করার সুযোগ পেয়েও তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে যাননি। বাকশালী দুঃশাসনের আমলে জীবন সংগ্রামে নিশ্চিত পরাজয় এড়াতে বিদেশে চাকুরী নিয়ে আমি যখন বাংলাদেশ ছেড়ে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিই, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ তখন অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন। বিদেশে থাকাকালীন সময়ে জেনেছি তিনি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের উপদেষ্টা হয়েছেন এবং বেসরকারীকরণের ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের সাথে মতবিরোধের কারণে সে পদে ইস্তফাও দিয়েছেন। তারপর প্রায় তিরিশ বছর কেটে গেছে। আমি যতটুকু জানি, এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদের স্বাচ্ছল্য খুব একটা বাড়েনি; সময় এবং ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে সেটা বরং কমেছে; কিন্তু তবু তিনি দেশ ছেড়ে যান নি। একজন অতি সৎ, দেশপ্রেমিক, ভালো মানুষ হিসেবে অতি সাধারণ জীবন যাপন করে গেছেন। অথচ আবদুল মান্নান ভুইয়া গংরা তাঁর নামে মোকদ্দমা করতে চাইছেন !

রাজনীতিবিদরা সবই করতে পারেন। স্বাধীনতা উত্তর বাকশালি আমল থেকে রাজনীতির যে দুর্বৃত্তায়ন বাঙলাদেশে শুরু হয়েছিল, সে প্রক্রিয়া আজো দূর্নিবার গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষতা লাভ করেছে। বর্তমান আমলে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এমন এক অবস্থানে পৌঁচেছে যেখান থেকে উত্তরণের কোন সহজ পথ নেই। আজকের দূর্নীতিপরায়ণ বাঙলাদেশে তাই সুবচন নির্বাসনে, সুচিন্তা অমার্জনীয় অপরাধ, আর সুশীল সমাজ সরকারের শত্রু। বর্তমান জোট সরকারের নাম-কা-ওয়াস্তে মহাসচিব আবদুল মান্নান ভুইয়া গং, কিংবা পূর্ববর্তী আওয়ামী লীগ সরকারের আবদুল জলিল গং এর চরিত্রগত ফারাক খুব একটা নেই। যারাই বাঙলাদেশের এই

দূর্নীতির বিরূদ্ধে সোচ্চার হবেন, তারাই দেশের রাজনীতিবিদদের শত্রু হবেন। মানুষের সাথে রাজনীতিবিদদের তফাতটাই সেখানে, আর মানুষ সেটা জানে।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদের চরিত্রহনন করতে গিয়ে আবদুল মান্নান ভুইয়া গংরা আবার পরিস্কার ভাবে মানুষকে জানিয়ে দিলেন তারা রাজনীতিবিদ; মনুষ্য প্রজাতির অংশ বলেই তাদেরকে মানুষ ভাবতে হবে এমন মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি।

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

(লেখক ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলস এ অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত)